Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.58-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা শিশু সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজ : গুরুত্ব ও অবদান

প্রসেনজিৎ রায়
এম.এ, ইউ.জি.সি নেট

Abstract:

Children's literature is essential in the formation of children's mind. At present, the scope of children's literature writing and practice has decreased, but in the past, this literature was present in prominent figures. The nineteenth century saw the proper development of children's literature. Brahmo Samaj is the most important issue of this period. This Brahmo Samaj is very important in children's literature. Brahmo Samaj was the first to strengthen the foundation of children's literature.When the English were trying to establish their religion and system of government through the promotion of children's literature, the Brahmo Samaj strongly opposed it. Kesub Chandra Sen protested against it, and published the magazine 'Balak Bandhu' in the interest of children's education. Then Shivnath Shastri, Promodacharan and others came forward.

Key words:** **Children's literature, Brahmo Samaj, Keshab Chandra Sen, Shivnath Shastri, Frame of reference.

> 'শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারেনা, আর শিশুরা সমাজের আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করেনা''।
>
> (সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

শিশু সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য শুনে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। তবে তার কারণও আছে। শিশু সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণত ৮-১২ বয়সের শিশুদের কথাই ভাবি। আর এখানেই প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য তীব্র অভিঘাত করে। আসলে প্রমথবাবু বলতে চেয়েছেন শিশু সাহিত্য হল বালক পাঠ্য সাহিত্য। কেবল ৮/৯ বছরের শিশুদের জন্য নয়, ১৬/১৭ বছরের সাহিত্যও শিশু সাহিত্য। বয়সের এই নির্দিষ্ট সীমারেখা শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ধরণের সাহিত্য ৮-৮০ সকলেই পাঠ করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এর রচনা। শিশু সাহিত্য রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শিশুর আত্মিক বিকাশের পাশাপাশি কল্পনা শক্তির দ্বারা তার মনকে প্রসারিত করা এবং তার চরিত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করে দেওয়া- এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে সাহিত্য রচনা করা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিভাবান ও শক্তিশালী লেখকের। মাক্সিম গোরকি তাঁর 'On Literature' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-

> ''To successfully create fiction and educative literature for children we need the following: first, writers of talent capable of writing, simply, interestingly and meaningfully; …''

শিশু সাহিত্যিকের প্রতিভা অর্থাৎ শক্তিমান ও সহানুভূতিশীল লেখক এবং তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রস ও চরিত্র গঠনে উপযোগী উপযুক্ত নীতি বিন্যাস মৌলিক এই তিনটি বিষয় সার্থক শিশুসাহিত্য রচনার বীজমন্ত্র।

বাংলা শিশু সাহিত্যের উদ্ভবকাল উনিশ শতক, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতিকথা' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। উপদেশমূলক আঠারোটি গল্পের সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রন্থটি ছিল স্কুল পাঠ্য এবং এটি প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন বলা হয়েছিল যে এগুলির দ্বারা কোন বিশেষ ধর্মমত প্রচার করা হবেনা। তৎকালীন লং- প্র্যাট- কাউয়েল ইংরেজ সাহেবরা এই বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছলেন। কিন্তু তাঁদের মতো ঔদার্য অনান্য ইংরেজদের মধ্যে ছিলনা। কিছু উগ্র ব্রিটিশরা জোরপূর্বক তাদের ধর্মমত চাপিয়ে দিয়েছিল ভারতীও নারী ও শিশুদের ওপর। সেই লক্ষ্যে ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের কোন নাম পাওয়া যায়নি, পত্রিকার শেষে উল্লেখ ছিল শ্রী ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত। এই প্রথম পত্রিকা যেখানে ইংরেজদের বর্বরতা ও অমানবিকতা প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা ও ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর আসে ব্রাহ্মসমাজ। বাংলা শিশু সাহিত্যে এই সমাজ এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি ১৮৭৮ সালে বৈশাখ মাসে 'বালক বন্ধু' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। প্রকাশক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। পত্রিকাটিতে সংস্কৃত শ্লোক ও তার অর্থ, উপদেশ, হেঁয়ালি কবিতা, মজার গল্প প্রকাশিত হত। এর পাশাপাশি ছড়ার মাধ্যমে গণিত ও ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া বালকদের উৎসাহের জন্য তাদের রচনাও প্রকাশ করা হত। শিশুদের পাঠ উপযোগী করে তোলার জন্য রচনা হত সহজ, সরল ও সরস। শিশুদের চারিত্রিক গঠনে সম্পাদক সর্বদা সচেতন থাকতেন। এই উদ্দেশ্যে পত্রিকায় পরিবেশন করা হত ব্রাহ্ম সঙ্গীত, সঙ্গে থাকত রাগিণী ও তাল। তবে পত্রিকার একটি দুর্বল দিকও ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মৃদু প্রচারের কারণে পত্রিকাটি সেদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। ২৩তম সংখ্যায় 'জাতে জাতে লড়াই' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। সেই নাটকের মূল বিষয় ছিল হিন্দু বর্ণভেদ। এই বর্ণভেদকে তৎকালীন সমাজ প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। হিন্দুসমাজ এর তীব্র বিরোধিতা করে, যার ফলে পত্রিকাটি উচ্চশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

'বালক বন্ধু'- র পর প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকা, সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা। প্রমদাচরণ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত এক অন্যতম ব্যাক্তি এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রিয় ছাত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী তাকে বলেছিলেন- 'প্রমদা আমার ধর্ম পুত্র ছিল'। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় সম্পাদক জানিয়েছেন –

''এরূপ পত্রিকা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমাদের হতভাগ্য বালক বালিকাদের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেনা, অথবা করিবার অবকাশ হয়না; এই জন্যই সখার জন্ম হইল। সখা পিতা মাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুই-ই প্রদান করিবে।''

এই শুভ উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন পর তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। সম্পাদকের অকস্মাৎ প্রয়াণে পত্রিকার দায়িত্ব নেন স্বয়ং শিবনাথ। পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন শিশু উপযোগী রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকা সম্পাদনের সময় শিবনাথ বাবু প্রথম শিশু সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেন। জাতীয় আদর্শ ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য যে অপরিহার্য অঙ্গ তা তিনি বুঝতে পারেন। শিশুদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য তিনি 'বায়ুমণ্ডল' নামক একটি অসমাপ্ত রচনা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি যখন ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছিল ঠিক সেই সময় ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ১৮৭৮ সাল ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় ঘটেছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের। এই বিবাহ ছিল এক রাজনৈতিক বিবাহ। এই বিবাহের পরেই ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন দেখা যায়। ওই বছরের ১৫ই মে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ও আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ১৮৮০ সালের ২৫শে জানুয়ারী কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'নিউ ডিস্পেন্সন'বা 'নববিধান' নিয়ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্মমত গত বিরোধের কোন প্রভাব পড়েনি পত্রিকার উপর। সম্পাদক স্পষ্টতই বুঝেছিলেন যে সম্প্রদায়গত বিভেদ রেখা অতিক্রম করলেই শিশুদের বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে। তাই এতদিন ধরে চলে আসা হিন্দু- ব্রাহ্মণ ভেদ রেখাটি লুপ্ত করে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন 'সখা'র সূত্র ধরে।

'সখা'তে প্রকাশিত প্রমদাচরণের রচনার উদাহরণ দেওয়া যাক। 'আঃ ছেড়ে দাও না' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য –

''আঃ ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?
দেখছ না কি হাঁড়ি হাতে চাল ধোয়া রয়েছে তাতে
মা বলেছেন নিয়ে যেতে 'চাকর বাকর' নাই...।''

বলা বাহুল্য এই কবিতাটি পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'রাঙা'-ছবি' গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন। 'সখা'তে যারা নিয়মিত লিখতেন তাঁরা হলেন- উপেন্দ্রকিশোর রায়, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হেমলতা দেবী, কুমারী হিরণ্ময়ী দেবী, রজনীকান্ত চৌধুরী ও কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখেরা। দীর্ঘদিন সম্পাদনের পর শিবনাথ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেন। এরপর ১৮৮৭-১৮৯২ খ্রিঃ পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন।

'সখা'র পর 'সখা ও সাথী' প্রকাশিত হয়, ১৮৯৩ সালে মার্চ মাসে, সম্পাদক ভুবনমোহন রায়। এখানে 'সখা'র নিয়মিত লেখকরাই লিখতেন। এছাড়া সেইসময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিরাও লিখতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জলধর সেনের কথা। তিনি দিল্লি অভিজ্ঞতার উপরে দুইটি সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন- 'ঠেকে শেখা' আর ''দিল্লী''। এছাড়া জগদানন্দ রায় প্রথম এখানে 'উল্কাপিণ্ড' (আশ্বিন, প্রথম বর্ষ) নামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। আবার স্বানামধন্য দেশপ্রেমিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। অবাঙালি মনিষী প্রথম এই পত্রিকায় লিখে শিশুদের মন জয় করেছিলেন। ১৩০৪ এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় জাতি' হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

''বাঘ ভালুকের ভয়ে যত না হউক, মাতঙ্গ রাক্ষসের ভয়ে সেকালে বড় কেহ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করতে সাহস করত না। কেবল দুচার জন ঋষি তপস্যা করার জন্য স্থানে স্থানে দু একটি আশ্রম বেঁধে বাস করতেন।

তাঁদের তপস্যের বলে মাতঙ্গ রাক্ষসেরা তাঁদের আশ্রমে এসে উৎপাত করতে পারত না। সেখানে এলেই হিংসা রাগ ভুলে গিয়ে তারা শান্ত হয়ে পড়ত।''

এখানেও দেশের কৃতি ব্যাক্তিদের জীবনী থাকত। রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম নামছিল 'সাথী', পরে 'সখা'র সাথে যুক্ত হয় 'সখা ও সাথী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি মোট চোদ্দ বছর পর্যন্ত চলেছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর মতবিরোধ থাকলেও তাঁর প্রতি শিবনাথের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। মতবিরোধের কোন প্রভাব পড়েনি শিশু সাহিত্যের উপর, বরং শিশু সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল তার প্রমাণ তাঁর সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে সমালোচক আশা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

''বালক-বন্ধু'তে কেশবচন্দ্র বীজ বপন করিয়াছিলেন, 'সখা', 'সাথী' এবং 'সখা ও সাথী'তে তাহা পল্লবিত ও বিকশিত হইয়াছে- 'মুকুলে' আসিয়া পুস্পমঞ্জুরির গৌরবে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিশু পত্রিকা।''[১]

শুধু উনিশ শতক নয়, পত্রিকাটি এখনও পর্যন্ত বাংলা শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'মুকুল' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। পত্রিকা প্রকাশের একটি ইতিহাস আছে। গুরুচরন মহলানবিশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা লাবন্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং শিবনাথের কন্যা হেমলতার উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রতিষ্ঠিতকর্তা এবং উৎসাহদাতা স্বয়ং শিবনাথ। পরে তারা বালক বালিকাদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। এরপরেই শিবনাথ 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শিশুসাহিত্যে পদার্পণের পর শিবনাথ শিশুর মানস গঠনের দিকে নজর দিলেন। আমরা কেউ নিজের কাঠামোর মধ্যে বাঁচি না। অন্যের ফ্রেম অফ ওয়ার্কের মধ্যে বাঁচতে হয়। কথাটি বলেছিলেন এক বিখ্যাত সমালোচক, নারীদের উদ্দেশ্যে। নারীদের ক্ষেত্রে কথাটি ধ্রুব সত্য। শুধু নারী কেন, আমরা সবাই একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স-র মধ্যে বাঁচি। সেই রেফারেন্স ভাল কিংবা মন্দ হতে পারে। পত্রিকা সম্পাদনের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর মতে এই জীবনীগ্রন্থ পাঠকের কাছে একটা আদর্শ স্থাপন করবে। জাতীয় গৌরব বোধ, আদর্শ গঠন ও চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক হবে। পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন। এইভাবে শিবনাথ শিশুচিত্তে সেই ফ্রেম অফ রেফারেন্স-র কাজটি করেছিলেন।

'মুকুল' পত্রিকা সর্বাধিক জনপ্রিয়তার মূলে ছিল এর চিত্রের আমদানি। চিত্রের প্রচলন কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শিবনাথবাবু রঙীন চিত্র ও আখ্যানভিত্তিক চিত্রের আমদানি করে তাঁর পত্রিকাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। সম্পাদন এই চিত্র শিশুর সরল চিত্তকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছিল। আসলে শিবনাথ মনে করতেন কোনকিছুর পাঠ্য অপেক্ষা চিত্ররূপ শিশুমনে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে, তাই তিনি ছবি ছাপিয়ে বালকদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করতেন। বারিন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম ছবির উপর কবিতা লিখে পুরস্কার পান। এছাড়া সম্পাদক নিজেও ছবির উপর কবিতা লিখেছিলেন। 'সাপে

নয় তো যম', ' যেমন কর্ম তেমনি ফল' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ছবিগুলো পরবর্তীতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিতার সঙ্গে যুক্ত করেন। শুধু তাই নয় লেখা সম্পর্কে শিশুদের মতামত আহ্বান করতেন-

''তোমরা মুকুলকে ভালবাস, একথা কি আমাদিগকে জানিতে দিবে না? ...যাহারা মুকুলকে ভালবাস, তাহারা যদি এক একখানি পোস্টকার্ডে 'আমি মুকুলকে ভালবাসি', এই কয়টি কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাও, তবে আমরা সেই কার্ডখানি রাখিয়া দিব।''[২]

শিশু শিক্ষায় তিনি যে কতটা সক্রিয় ও উৎসাহী ছিলেন তা উপরিউক্ত কথাগুলি প্রমাণ করে।
শিশুদের কি ধরণের সাহিত্য পাঠ করা উচিত, কোন ধরনের সাহিত্য পাঠের দ্বারা শিশু মনের সবার্ধিক বিকাশ সাধন হবে সে বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী সর্বদা চিন্তিত ছিলেন। সাহিত্য যেহেতু শিশুপাঠ্য, তাই বালকদের লেখা প্রকাশের উপর জোর দিয়েছিলেন।পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন বালক। ভৌতিক গল্প শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে ভেবে তিনি কখনই প্রকাশ করতেন না। ভৌতিক গল্পের পরিবর্তে প্রচুর রূপকথা পরিবেশন করতেন। তিনি নিজেও অনেক বিদেশি রূপকথার অনুবাদ করেছিলেন। উপকথাগুলি হল- সখের যাত্রার দল, হাতকাটা মেয়ে, না বুঝে করিলে কাজ শেষে হায় হায়, হংসরূপী রাজপুত্র ইত্যাদি।

'চুটকী' জাতীয় রচনা যেটা আধুনিককালের শিশুসাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার সূচনা এই মুকুল পত্রিকায়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চুটকী-

''মা। কিরে, হরে তুই কাঁদছিস যে?
ছেলে। ভোলা- আ- আ—আমাকে মে-রে-ছে-।
মা। তুই তাকে আচ্ছা করে ফিরিয়ে দিলিনে কেন?
ছেলে। আ-মি আগেই ফিরিয়ে দি-ছি-লু-ম!''

'মুকুলে'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- অবলা বসু, কুসুমকুমারী দাসী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। পত্রিকাটি সেইসময় এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে ইংল্যান্ড পর্যন্ত এর প্রসার ঘটে।

সেদিনের ব্রাহ্মসমাজের সুশিক্ষা আন্দোলনের দ্বারা অনেকেই উদ্দীপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের দূরতম প্রান্তেও এই আন্দোলনের রেশ পড়েছিল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্যোগে কিছু পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'বিশ্বদর্পণ' সম্পাদক মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার তর্করত্ন, 'বালকা' সম্পাদক অক্ষয়কুমার গুপ্ত, 'সুখী পাখী' সম্পাদক সারদাপ্রসাদ বসু ইত্যাদি। এই সমস্ত পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের কোনও উদ্দেশ্যকে প্রচার করেনি। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদিত 'বালকবন্ধু' কিছুটা ব্রাহ্মসমাজের হয়ে প্রচার হয়েছিল। ফলে সেকালের হিন্দুসমাজ এর বিরোধিতা করেছিল। এমনকি অনেকে প্রমদাচরণের সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের অভিযোগ তুলেছিল। কোনো এক গ্রাহক লিখেছিলেন পত্রিকায় ব্রাহ্মভাব পূর্ণ তাই পাঠ করা অনুচিত। এর উত্তরে প্রমদাচরণ লিখেছিলেন ছি ছি! এমন লোকের সঙ্গে তর্ক করতে হয়। এই পত্রিকা বালকদের জন্য, হিন্দু সমাজ কিংবা ব্রাহ্মসমাজের জন্য নয়। আসলে সেই সময় হিন্দু—ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্ব এতটাই প্রবল ছিল যে এর বাইরে গিয়ে কোনকিছু করা খুব কঠিন কাজ। তবুও শিবনাথের মতো মানুষেরা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থেকেও পত্রিকা

প্রকাশে রেখে গেছেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। আর এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে সেদিনের ব্রাহ্মসমাজ বৃহত্তর জনসমাজে পৌঁছোতে পেরেছিল, যা পরবর্তী বাংলা শিশুসাহিত্যের ভিতকে মজবুত করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১। আশা গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ডি এম লাইব্রেরি, ৪২,কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৬, পৃঃ ১৬৫।
২। নববর্ষের সম্ভাষণ, ২য় ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১।তারাপদ ঘোষ(সম্পাদক), শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা ১৪০৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৯৭।
২। বারিদবরণ ঘোষ, প্রসঙ্গ শিবনাথ শাস্ত্রী, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯৩।
৩। আশা গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ডি এম লাইব্রেরি, ৪২,কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা- ৯, প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৬।
৪। ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, বিংশতি সংস্করণ জুলাই, ২০১৪।
৫। Sunity Devee, The Autobiography Of An Indian Princess, London, 1921.